৫৩

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 25 FEB 1997
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রেশন প্রসঙ্গে

১৯৯১ সালে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার উত্তর হালইসার গোয়ালবাথান বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এলাকার সাংসদ কর্নেল (অবঃ) শওকত আলী, পরে বিদ্যালয়টি রেজিষ্ট্রেশন করার জন্য সরকারী নীতিমালা অনুযায়ী নির্ধারিত ফরম পূরণ করিয়া '৯২ সালের ৫ই আগষ্ট ঢাকা বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষা উপ-পরিচালকের অফিসে জমা দেওয়া হয়। পরে সেখান হইতে প্রেরিত চিঠির প্রেক্ষিতে নড়িয়া থানা শিক্ষা অফিসার স্কুলটি সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সুপারিশসহ উক্ত উপ-পরিচালকের অফিসে যাবতীয় কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়। উপ-পরিচালকের অফিস হইতে '৯৪ সালের ১৯ জানুয়ারী কিছু তথ্য প্রেরণ সাপেক্ষে অতিশীঘ্র রেজিষ্ট্রেশন দেওয়ার কথা বলা হয়। পরে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ '৯৫ সালের ২২ অক্টোবর উপ-পরিচালকের অফিসে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়। এইভাবে বিদ্যালয়টির রেজিষ্ট্রেশন পাওয়ার প্রক্রিয়া যখন বাস্তবায়নের দোরগোড়ায় ঠিক সে সময় নূতন স্কুলের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান স্থগিত করা হয়।

উপায়ন্তর না দেখিয়া '৯৬ সালের নূতন ফরম জমা দেই এবং জানিতে পারি যে, বিদ্যালয়টি কেবল চালুর অনুমতিদান এবং চালুর এক বৎসর পর রেজিষ্ট্রেশনের জন্য আবেদন করিতে হইবে। ইহাছাড়া বিদ্যালয়ের ৪ জন শিক্ষকের মধ্যে একজন বিজ্ঞান শিক্ষক এবং একজন পুরুষ শিক্ষককে স্নাতক ডিগ্রীধারী হইতে হইবে। অথচ পূর্বের নিয়মে পুরুষ শিক্ষক এসএসসি বা এইচএসসি পাস হইলেই চলিত। মোদ্দা কথা হইতেছে, নূতন নিয়মের ফলে প্রাপ্ত রিপোর্ট মোতাবেক দেশের ৬টি বিভাগে দীর্ঘদিন যাবৎ রেজিষ্ট্রেশনের জন্য অপেক্ষমাণ ৬/৭ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক স্কুলের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকা বিনা বেতনে ৬/৭ বৎসর চাকুরী করিয়া আসিতেছেন, যাহাদের অর্ধেকেই বাদ পড়িয়া যাইবেন। অথচ তাহাদের চাকুরীর বয়সসীমাও পার হইয়া গিয়াছে। দেশব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষা একারণে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হইবে। তাই আমি পুরাতন বিদ্যালয়গুলি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবিলম্বে রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করার জন্য সরকারের নিকট আকুল আবেদন জানাইতেছি।

—মোঃ সোহরাব আলী, নড়িয়া, শরীয়তপুর।